একথা আজ কারও অবিদিত নেই যে ইংরেজি Curriculum কথাটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ Currere থেকে যার উৎস আবার আর একটি ল্যাটিন শব্দ Currer বা দৌড় (প্রতিযোগিতা)। প্রথম শব্দটির অর্থ দৌড় প্রতিযোগিতার পথ (Race course)। সেদিক থেকে Curriculum কথাটির প্রাথমিক অর্থ গতিপথ বা কোনো একটি শিক্ষা প্রক্রিয়ার পূর্বনির্ধারিত গতিপথ। বাংলা পাঠক্রম কথাটি এতটা গভীর তাৎপর্যবাহী নয়। কিন্তু পাঠক্রম কথাটিই Curriculum এর সবচেয়ে কাছের শব্দ বলে মনে হয় যদি পাঠ কথাটিকে আমরা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি এবং পাঠক্রম কথাটিকেও শুধুমাত্র একটি স্থিতিশীল কার্যাবলীর তালিকা মাত্র মনে না করে একটি ক্রমিক পরিবর্তনশীল উদ্দেশ্যমুখী কার্যক্রম হিসাবে ধরে নিই।

এক সঙ্গে অনেক ব্যক্তি যখন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তখন তাদের একটি চরম লক্ষ্য পৌঁছানোর জন্য দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। একটি শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণকারী সমস্ত ব্যক্তির যথার্থ শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে তাদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় না।

দৌড় প্রতিযোগিতার মতই একটি শিক্ষাক্রম নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে শুরু হয়ে আর একটি সময়সীমা ও দূরত্বসীমার মধ্যে শেষ হয়। সব প্রতিযোগীই সেই চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছায় কিন্তু সকলের সাফল্যের মান এক রকম হয় না। ব্যক্তিগত সক্ষমতা, দক্ষতা এবং পূর্বপ্রস্তুতির তারতম্যের দরুণ শিক্ষাক্রম অন্তে সকলের সাফল্য সমান হয় না।

আবার দৌড় প্রতিযোগিতার নির্ধারিত গতিপথের মতই পাঠক্রমভিত্তিক শিক্ষার কোনো বিকল্প পথ নেই কারণ পাঠক্রমের পথ দিয়েই সাফল্যে পৌঁছাতে হবে। দৌড় প্রতিযোগীদের শুধু মাঝে মাঝে অন্যদের তুলনায় নিজের অবস্থান যাচাই করে নিয়ে প্রয়োজন মত প্রচেষ্টা বাড়াতে হয়।

কিন্তু এই জাতীয় তুলনা নিছকই আলংকারিক। পাঠক্রমের প্রসঙ্গটি দৌড়

Scanned with CamScanner

প্রতিযোগিতার মত এত সহজ সরল নয়, তার জটিলতা অনেক বেশি। এই জটিলতার প্রতিফলন ঘটেছে পাঠক্রমের ধারণা তথা সংজ্ঞার মধ্যে। প্রায় প্রতিটি পাঠক্রম বিশারদ লেখকের লেখায় ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞার দেখা পাওয়া যায় যেগুলি নানা দিক থেকে পাঠক্রমকে বিচার করে দেখে সৃষ্টি হয়েছে।

পাঠক্রম চর্চার ভিত্তি হিসাবে প্রথম থেকেই বিদ্যালয় শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, শিশু বয়স থেকে প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে একজন বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত করে পরবর্তী শিক্ষার দিকে অগ্রসর হয় পাঠক্রম চর্চায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই প্রধান বিষয়। সেজন্য বিদ্যালয় (School) কথাটি বহু সংজ্ঞাতেই সরাসরি স্থান পেয়েছে, অন্যগুলিতে পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে। অপরদিকে পাঠক্রমের সংজ্ঞায় একদিকে যেমন দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে, অন্যদিকে বহুসংজ্ঞায় শুধুমাত্র বাস্তববাদিতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নীচে প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলি মনোযোগ দিয়ে বিচার করলেই এর যথার্থতা বোঝা যাবে।

পাঠক্রমের কয়েকটি সংজ্ঞা (Few Definitions of Curriculum)

Cunningham বলেছেন, পাঠক্রম হল শিল্পীর নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী তাঁর স্টুডিওতে শিল্পের উপকরণকে রূপদান করার হাতিয়ার (Curriculum is a tool in the hands of the artist to mould his material according to ideal in his studio)।

Froebel-এর মতে, পাঠক্রম মানবজাতির অর্জিত সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সারমর্ম, আমরা বুঝতে চাই যুগে যুগে মানুষ যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা কীভাবে সংহত করা যায় এবং শেখা যায় (Curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human race, we need to understand how the knowledge and experience gathered through ages can be consolidated and learned)।

এই দুটি সংজ্ঞাই আদর্শবাদী চিন্তাধারার ফসল। কানিংহাম মনে করেন শিক্ষক হলেন শিল্পী। বিদ্যালয় তাঁর স্টুডিও আর শিক্ষার্থীরা শিল্পের উপকরণ বা কাঁচামাল। শিক্ষক পাঠক্রমকে হাতিয়ার করে মনের মত ছাঁচে ঢালাই করে

Scanned with CamScanner

শিক্ষার্থীদের এক একটি আদর্শ মানুষে পরিণত করবেন। তাঁর কথায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কোনো সত্তা নেই, শিক্ষক তাঁদের কাল্পনিক আদর্শের ছাঁচে যেমন চাইবেন, তেমনই মানুষ তৈরি করতে পারবেন। বলাবাহুল্য, পাঠক্রমের এই সংজ্ঞা মেনে নেওয়া যায় না। ফ্রয়বেলের সংজ্ঞাটি আদর্শবাদী হলেও পাঠক্রমের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। যেমন, পাঠক্রমের মধ্যে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইতমধ্যেই অর্জিত হয়েছে তার স্থান অপরিহার্য কারণ তার উপর ভিত্তি করে স্থির করা হয় পরবর্তী গতিপথ। কিন্তু সমগ্র মানবজাতির অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিষয়টি এতই অস্পষ্ট ও সার্বিক যে কোনো প্রকৃত ব্যবহার্য পাঠক্রমে তার স্থান নির্ধারণ করা যায় না বা সমস্ত রকম পাঠক্রমে তার স্থান অবশ্যম্ভাবী একথাও বলা যায় না। L.D.Crow and Alice Crow তাঁদের একটি গ্রন্থে বলেছেন, **যে কার্যক্রম বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষার্থীদের মানসিক, দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয়, তার অন্তর্গত সমস্ত অভিজ্ঞতাই পাঠক্রম** (Curriculum includes all learners' experiences in or outside school, that are included in a programme which has been devised to help him develop mentally, physically, emotionally, socially, spiritually and morally)।

আবার Payne মনে করেন,

ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও আচরণ-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় যে সমস্ত পরিস্থিতি নির্বাচন করে এবং সংগঠিত করে তার সমষ্টিই পাঠক্রম (Curriculum consists of all situations that school may select and organise for the purpose of developing the personality of its pupils and for making behaviour changes in them)।

এই দু'টি সংজ্ঞায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশকে পাঠক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমটিতে বিস্তারিতভাবে আর দ্বিতীয়টিতে এক কথায় একই বিষয় বলা ছাড়াও, দ্বিতীয় সংজ্ঞায় আচরণ পরিবর্তনের উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ শিখনের সাধারণ সংজ্ঞার প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। অর্থাৎ শিখন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশ সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার এবং পাঠক্রমের লক্ষ্য। এই কথাই বোঝানো হয়েছে।

Scanned with CamScanner

কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় সরাসরি বিদ্যালয় শিক্ষা, শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে পাঠক্রমকে বিচার করা হয়েছে। যেমন Anoymous মনে করেন, **শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় যে সমস্ত অভিজ্ঞতা ও কার্যাবলী সংগঠিত করে তার ভিত্তিতেই পাঠক্রমের কথা ভাবা উচিত** (Curriculum should be thought of in terms of activity and experiences which coustitutes a pupil's school)। অনুরূপভাবে Kerr এর মতে, বিদ্যালয় পরিকল্পিত ও নির্দেশিত সমস্ত শিখনই পাঠক্রম (...all learning which are planned and guided by school)।

Rugg বলেছেন, **শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা যা কিছু করেন তার সবই পাঠক্রম** (It is everything that the students and teachers do)। একই ধরনের সংজ্ঞায় Caswell and Campbell বলেছেন, **শিক্ষকের পরিচালনাধীন শিশুর সমস্ত অভিজ্ঞতাই পাঠক্রম** (All experiences children have under the guidance of teacher)। Marshall and Wills মনে করেন, **শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক পরিকল্পিত ও অনুসৃত এবং শিক্ষার্থীদের শেখা অভিজ্ঞতার সমষ্টিই পাঠক্রম** (Experiences in the class room that are planned and enacted by the teacher and also learned by pupils, constitute curriculum)। 1952-53 সালে মুদালিয়ার কমিশন (Mudaliar Commission) যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন তাতে পাঠক্রমের মূল ধারণাগুলি খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কমিশনের মতে, **বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে, গ্রন্থাগারে, কর্মশালায়, পরীক্ষাগারে, খেলার মাঠে এবং শিক্ষকের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী যে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করে তার সমষ্টিই পাঠক্রম**। একটি উত্তম পাঠক্রম কোনও একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে যা কিছু বাঞ্ছনীয় অভিজ্ঞতা, তার প্রাজ্ঞ সমাবেশ ঘটায় (It is the aggregate of all experiences gained by the learners in the school class room, library, workshop, laboratory, play ground and mutual interaction with the teachers. A good curriculum wisely incorporates within it desirable all experiences at a given stage)।

উপরোক্ত সংজ্ঞায় ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই সুনির্বাচিত ও তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্রটিকে শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের মধ্যে

Scanned with CamScanner

সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়নি। পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক অভিজ্ঞতাকে আলাদাভাবে বিচার করা হয়নি এবং শিক্ষকদের সঙ্গে পারস্পরিক আদানপ্রদানের গুরুত্বকেও যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংজ্ঞায় ব্যবহৃত বিদ্যালয় কথাটিকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করে এবং উল্লিখিত অভিজ্ঞতালাভের ক্ষেত্রগুলিকে যদি আরও সম্প্রসারিত করে নেওয়া হয় তবে এই সংজ্ঞাটি শিক্ষার সমস্ত স্তরের পাঠক্রমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। তাছাড়াও, দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'বাঞ্ছনীয়' এবং 'প্রাজ্ঞসমাবেশ' কথা দু'টির ব্যবহারও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ শিক্ষার সর্বস্তরে পাঠক্রম রচয়িতাদের এই দু'টি কথাই প্রাথমিক নীতি হিসাবে দিক নির্দেশ করে।

সবশেষে, সাম্প্রতিক কালে, Smith, Stanley and Shore তাঁদের গ্রন্থে পাঠক্রমের একটু ভিন্নতর সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, **শিশুদের ও যুবকদের দলগত চিন্তা ও সক্রিয়তায় অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে যে সমস্ত সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার আয়োজন ঘটানো হয় তার পারম্পর্যকে বলে পাঠক্রম** (Curriculium is a sequence of potential experiences set up in the schools for the purpose of disciplining children and youth in group ways of thinking and acting)।

এই সংজ্ঞাটি কয়েকটি কারণে স্বতন্ত্র এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত, এখানে সরাসরি অভিজ্ঞতার কথা না বলে সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। কারণ অভিজ্ঞতা প্রত্যেকের নিজস্ব ও ব্যক্তিগত। একই পরিস্থিতিতে দু'জন ব্যক্তি যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তার মধ্যে কিছুটা হলেও ব্যক্তিগত বৈষম্য থেকে যায়। তার পিছনে আছে আমাদের অভিজ্ঞতা লাভের মানসিক প্রক্রিয়া। এ কথা আজ বহুবিদিত যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে, যা প্রত্যেকের বেলাতেই একক এবং নিজস্ব।

দ্বিতীয়ত, এই সংজ্ঞায় শিক্ষার্থীদের দলগত চিন্তা ও সক্রিয়তায় পরিশীলিত করে তোলার কথা বলা হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীতে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রধানতম মূলমন্ত্র, দলগত শিখন, দলগত সক্রিয়তা, দলগত মূল্যায়ন, সাফল্য এবং ব্যর্থতার দলগত বিচার। পাঠক্রমে তার প্রতিফলন না ঘটলে এই উদ্দেশ্য সফল হয় না। সুতরাং পাঠক্রমের অভিমুখ দলগত চিন্তা ও সক্রিয়তার দিকে নির্দিষ্ট থাকা উচিত।

Scanned with CamScanner

তৃতীয়ত, পাঠক্রমের আলোচনা করতে বেরে শুরুতেই অনধিকারিক ভাবে পাঠক্রমকে কোনো একটি শিক্ষা কার্যক্রমের গতিপথকে বলা হয়েছিল। এই সংজ্ঞায় তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার তালিকা এবং অভিজ্ঞতাগুলির পারম্পর্য এই দুইয়ের মধ্যে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পারম্পর্যের উপর। কোনো অভিজ্ঞতার পর কোনো অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা এই বিষয়টি পাঠক্রমের একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কারণ পারম্পর্য নির্ণয় করার উপর নির্ভর করে শিক্ষণের গতিপথ কী হবে এবং শিক্ষার্থী কোন পথে সবচেয়ে ফলপ্রসূভাবে তার অভিজ্ঞতার সমন্বয় করতে পারবে বা সংগঠন গড়ে তুলতে পারবে।

চতুর্থত, এবং সর্বশেষ কথা, এই সংজ্ঞাটিতে স্বতন্ত্রভাবে শিশু ও যুবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার অর্থ বিকাশধারার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র যে পাঠক্রমে নির্বাচিত অভিজ্ঞতার পরিবর্তন ঘটে তাই নয়, পাঠক্রমের মূলনীতিরও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। সেই কারণে শুধুমাত্র শৈশবের দিকে নজর রেখে পাঠক্রমের নীতি স্থির করলে তা কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে। শৈশবের উপযোগী যৌথ চিন্তা ও সক্রিয়তা কৈশোরের অনুরূপ চিন্তা ও সক্রিয়তার চেয়ে স্বতন্ত্র, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

পাঠক্রমের সংজ্ঞার এত বৈচিত্র্য থেকে একথা অনুমান করা কঠিন নয় যে পাঠক্রম একরকম নয়। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখার ফলে এবং সময়ের অগ্রগতির ফলে শিক্ষার প্রকার ও প্রকরণে যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটে চলেছে, তার ফলে, পাঠক্রমের নানা প্রকারভেদ দেখা দিয়েছে। তার সব কয়টিই যে একে অপরের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক তা নয়। তবে সেগুলির উল্লেখ, আধুনিক পাঠক্রম সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট একটি ধারণা দিতে পারে।

Scanned with CamScanner

প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বর্তমান। আর এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজন নির্বাচিত বিষয়সমূহের। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সূচি যদি শিক্ষার লক্ষ্যাভিমুখী না হয়, তাহলে পাঠক্রম তার কার্যকারিতা হারাবে। প্রকৃতপক্ষে যত ভালোই পাঠক্রম রচনা করা হোক না কেন লক্ষ্যের অভাবে তার বাস্তবতা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই লক্ষ্যভিত্তিক সচেতনতা হল পাঠক্রমের এক ধরনের প্রকৃতি।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক পাঠক্রমের প্রকৃতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু শিক্ষার উদ্দেশ্য পাঠক্রমের মাধ্যমে চরিতার্থ হয়। তাই পাঠক্রমে একদিকে যেমন জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা সংযোজিত হবে, তেমনি আবার তাতে ব্যবহারিক দক্ষতারও সংযোজন ঘটাতে হবে। তবেই পাঠক্রমটি সুসমন্বিত হয়ে উঠবে এবং শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখবে।

Scanned with CamScanner

শিক্ষার্থীকে উন্নত জীবনাদর্শের অধিকারী করে তোলার জন্য পাঠক্রমে তাত্ত্বিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় যার ভিত্তি হল দর্শন। আবার বাস্তব জীবনকে সফল করার জন্য ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সংযুক্ত করা হয় যার ভিত্তি হল মনোবিদ্যা এবং সমাজবিদ্যা। ফলে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ভিত্তি সমূহ হল পাঠক্রমের অপর আর এক ধরনের প্রকৃতি।

(৩) **শ্রেণিভুক্ত ও শ্রেণিবহির্ভূত কার্য**—আধুনিক অর্থে পাঠক্রম হল বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতাপুঞ্জ। ফলে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতাসমূহকে শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব নয়। এমন সব অভিজ্ঞতা আছে যেগুলি অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরের পরিবেশও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জ্ঞানমূলক বিষয় শ্রেণিকক্ষের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব হলেও, দৈহিক বা সামাজিক বিকাশের সহায়ক অভিজ্ঞতাগুলি শ্রেণিকক্ষের বাইরে সম্পাদিত হয়ে থাকে। তাই শ্রেণিকক্ষের মধ্যে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরের কার্যাবলির অনুশীলন পাঠক্রমের অন্যতম প্রকৃতি।

(৪) **সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন** — আধুনিক পাঠক্রম শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করে না, শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশেও সাহায্য করে থাকে। বৌদ্ধিক বিকাশ ছাড়াও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি হল— নৈতিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, চারিত্রিক বিকাশ, আধ্যাত্মিক বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসমূহ এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যার ফলে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সহজতর হয়। অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ বিকাশোপযোগী অভিজ্ঞতার সমষ্টি হবে পাঠক্রম। এইজন্য আধুনিক পাঠক্রমের একটি প্রকৃতি হল শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন।

(৫) **নির্বাচন সাপেক্ষ সংগঠন** —শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল পাঠক্রম। এই পাঠক্রম নিজে কখনো গঠিত হতে পারে না। কারুর মাধ্যমে এটি সংঘটিত হয়। সমাজের অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা পাঠক্রমটি নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাই পাঠক্রমের একটি প্রকৃতি হল যে এটি একটি নির্বাচন সাপেক্ষ সংগঠন।

(৬) **কর্ম ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়**—আধুনিক পাঠক্রম হল বহুমুখী অভিজ্ঞতার সমবায়। তাই পাঠক্রমে যেমন জ্ঞানমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে, তেমনি আবার কর্মমূলক অভিজ্ঞতাও সংযোজন করতে হবে। কারণ উভয় প্রকার অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পথকে সুগম করে। পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানমূলক বিষয় এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়ের সম্মিলন শিক্ষার্থীর বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। এইজন্য প্রকৃতিগত দিক থেকে আধুনিক পাঠক্রম হল কর্ম ও অভিজ্ঞতার সমবায়।

(৭) **উদ্দেশ্যভিত্তিক**— শিক্ষা হল একটি সচেতন ও উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া। ফলে এই

Scanned with CamScanner

পাঠক্রমের প্রকৃতি

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠক্রম হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশোপযোগী বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সমষ্টি। এই ধরনের পাঠক্রম শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শ্রেণিকক্ষের বাইরেও পরিব্যাপ্ত। ফলে পাঠক্রমের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাসমূহ ছাড়াও অনিয়মতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা সমূহও সংযোজিত হয়ে থাকে। পাঠক্রম সম্পর্কে এইরূপ ধারণা বিশ্লেষণ করলে তার প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয়। নিম্নে পাঠক্রমের প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা হল—

(১) পরিবর্তনশীলতা —আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠক্রম হল পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার সমষ্টি। কারণ সমাজ সতত পরিবর্তনশীল হওয়ায় ব্যক্তির চাহিদাও পরিবর্তনশীল। তার ফলে শিক্ষার লক্ষ্যও পরিবর্তনধর্মী হয়ে পড়ে। আবার শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে পাঠক্রমের নিবিড় সম্পর্ক থাকায় লক্ষ্যের পরিবর্তনের জন্য পাঠক্রমেরও পুনর্বিন্যাস অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এইজন্য আধুনিক পাঠক্রমের একটি প্রকৃতি হল পরিবর্তনশীলতা।

(২) তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ভিত্তি — পাঠক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় যার সাহায্যে সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রে

Scanned with CamScanner